তারিখ 13/12/78
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

513

প্রাইমারী পর্যায়ের পাঠ্যক্রম

13/12/78

মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম খান

বর্তমানকালে প্রাইমারী পর্যায়ের পাঠ্যক্রম নিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরাও পাঠ্যপুস্তকের ভারে হিমশিম খাচ্ছে। আগে অবশ্য এরূপ অবস্থা ছিল না। সে সময়ের পাঠ্যক্রম আকারে কম থাকলেও, তা ছিল গভীরতায় ভাস্বর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, শিশুমনের উপযোগী। বর্তমানে প্রাইমারী পর্যায়ের একটি ছাত্রকে শিখতে হয় বাংলা, ইংরেজী, অংক, অংকন, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, বিজ্ঞান, ধর্মশিক্ষা, স্বাস্থ্যকথা ইত্যাদি। বাংলা ও ইংরেজী শিখানো হয় অনেকটা মুখস্থ করে। ব্যাকরণের ওপর তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। সবকিছু এমনি 'হয়' কিন্তু 'কেন হয়' সে বিষয় কারও তেমন আগ্রহ নেই। নৈতিকতার প্রশ্নও বর্তমানকালে অনেকটা অবহেলিত।

যেহেতু আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীর প্রাইমারী পর্যায়ে তাদের শিক্ষাজীবনের অবসান ঘটে, তাই প্রাইমারী পর্যায়ের শিক্ষাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে চালু করা দরকার। এ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হবে প্রতিটি ছাত্রকে, বিশেষ করে যাদের উচ্চশিক্ষা লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রাইমারী-পর্যায় হতে চালু না করলে দেশে চরম বেকার সমস্যা দেখা দেবে। আমাদের দেশ যেহেতু কৃষিপ্রধান, তাই কৃষিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে একই সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিজ্ঞানের প্রতিও শিশুদের আকৃষ্ট করতে হবে। খেলাধুলা, শরীরচর্চা, কায়িক পরিশ্রম, স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতিকেও অবহেলা করা চলবে না। তবে সবকিছু করতে হবে ভেবে-চিন্তে ও সুষ্ঠু পরিকল্পনাধীনে।

প্রাইমারী পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণত ছ'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যেমন শিশু, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণী। শিশু শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য থাকবে শুধুমাত্র মাতৃভাষা, অঙ্ক ও অঙ্কন। এ শিক্ষাকে করতে হবে আকর্ষণীয়। অবোধ শিশুরা শিখতে গিয়ে যেন আতঙ্কগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছন্দোবদ্ধ ছড়া, সুন্দর চিত্র, উপভোগ্য কাহিনী প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের মূল বিষয়বস্তুর সাথে পরিচয় ঘটাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যেন কোনরকম ফাঁকি না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভের সামান্য ভুলত্রুটি পরবর্তীকালে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শিশুদের অবুঝ বা নির্বোধ মনে করা মারাত্মক ভুল, আসলে তারা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর, তাই শিশুদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অক্ষর জ্ঞানের সাথে সাথে তাদের সুপ্ত প্রতিভাকেও জাগিয়ে তুলতে হবে। প্রতিটি শিশুর চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনা, মানসিকতা প্রভৃতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের হাতের লেখা, শুদ্ধতালিপি, বানান, উচ্চারণ প্রভৃতির ওপরও লক্ষ্য রাখতে হবে। নানা বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করতে হবে। খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রতিও সমানে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধেও তাদের বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী হতে পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত আকর্ষণীয় উপায় ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মশাস্ত্র ও সাধারণ বিজ্ঞানের সাথে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটাতে হবে। নিজ দেশের ইতিহাস অত্যন্ত সহজ ভাষায় এবং গল্পাকারে উপস্থাপিত করতে হবে। ঘটনা, সন-তারিখ বা তথ্য দিয়ে ইতিহাসকে ভারাক্রান্ত করা চলবে না। নিজ নিজ জেলার ভূগোল দিয়ে ছাত্রদের ভূগোলের সাথে পরিচয় ঘটাতে হবে। ক্রমে ক্রমে তাদের উচ্চতর জ্ঞানের ধাপে নিয়ে যেতে হবে। ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে মানচিত্র, রিলিফ ম্যাপ, চার্ট প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের স্বাধীনতা থাকা উচিত। এর ফলে তাদের সৃজনক্ষমতার উন্মেষ ঘটবে। ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে আরও উদার হতে হবে। ধর্মের তথ্যগত দিকের চেয়ে আদর্শগত দিকটার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কায়িক পরিশ্রম, দেশসেবা, জ্ঞান আহরণ, সেবা, অধ্যাবসায়, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, ক্ষমা, তিতিক্ষা, অহিংসা, নির্লোভ, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

প্রাইমারী পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা দিতে হবে। এ পর্যায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুফল, রোগ প্রতিষেধক, সুষম খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম, ভিটামিন, প্রোটিন, প্রভৃতির উৎস, নানারকম রোগের উৎপত্তি, বিশুদ্ধ খাবার, বাসি, খোলা ও দূষিত খাদ্যের অপকারিতা, অতিভোজনের অপকারিতা; মলমূত্র ত্যাগের স্থান, নানা ধরনের পোকা ও জীবজন্তুর রোগ ছড়ানোর অভ্যাস, ধূমপান, চা, সুপারি, চিনি, লবণ প্রভৃতির অপকারিতা; বৈজ্ঞানিক উপায়ে রন্ধনপ্রণালী, বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, অন্ধত্ব, বধিরতা, চুল ওঠা, দাঁত পড়া প্রভৃতি বার্ধক্যজনিত রোগ সম্বন্ধে সতর্কীকরণ, অতিরিক্ত মেদবৃদ্ধি এবং মেদহীনতার পরিণাম, সংক্রামক রোগীর চিকিৎসা. অর্জুন, বাসক, থানকুনী, পাথরচুনা, তেলাকুচা, সর্পগন্ধা, নিম, গন্ধপাতারী প্রভৃতি ভেষজ উদ্ভিদের পরিচয় ও গুণাগুণ, শিশু ও বৃদ্ধদের চিকিৎসা, টিকাদানের উপকারিতা, আপৎকালীন চিকিৎসা যেমন আগুন লাগা, পানিতে ডোবা, সাপে কাটা, কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ ইত্যাদি; অল্প খরচে বায়ুযুক্ত গৃহনির্মাণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর জন্য তিন শ্রেণীর জন্য একখানা পুস্তকই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগ, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জন্মনিয়ন্ত্রণ বিভাগ, প্রভৃতি সরকারী সংস্থাগুলোর সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রাইমারী স্তরে বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে প্রকাশিত নিবন্ধেই আলোচনা করেছি। সুতরাং, এখানে এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমাদের শিক্ষা হতে হবে বাস্তবানুগ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী। প্রাইমারী স্তর থেকেই পাঠক্রমও নির্ধারণ করতে হবে এই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সামনে রেখে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মত একটি গরীব, ক্ষুদ্র এবং জনবহুল দেশের পক্ষে উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা বিলাসিতারই নামান্তর। আমাদের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হবে প্রতিটি ভাবীকালের নাগরিককে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলা। তাই প্রতিটি প্রাইমারী পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীকে কিছুটা বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং যাদের উচ্চশিক্ষার কোন সম্ভাবনা নেই তাদের নির্দিষ্ট একটি পূর্ণ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান অপরিহার্য। প্রাইমারী শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রতিটি ছাত্র যাতে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং সমাজের বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়, সে জন্যই এ শিক্ষার প্রয়োজন। এর ফলে বেকারত্ব এবং যুবসমাজের অস্থিরতাও বহুলাংশে হ্রাস পাবে, তবে এ শিক্ষা শহর ও পল্লী এবং নারী ও পুরুষের ক্ষেত্র কিছুটা ভিন্নতর হবে এমনকি অঞ্চল বিশেষেও এর হেরফের হতে পারে। শহরের যে সকল ছাত্র মেধায় খাটো বা লেখাপড়ায় অমনোযোগী বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অপারগ তাদের যে কোন ধরনের বৃত্তিশিক্ষা দিতে হবে।